ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নিষিদ্ধ পাকিস্তানির সঙ্গেকাজ করতে গিয়ে তোপের মুখে মাধুরী

পৃঃ ৫

খেলা ছেড়েই কোহলিদের ব্যাটিং কোচ হয়ে গেলেন দীনেশ কার্তিক

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৮৪ ● কলকাতা ● ২২ আষাঢ়, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৭ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

গুজরাত সফরে লোকসভার

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুজরাত সফরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি রাজকোট গেম জোন দুর্ঘটনা, মোরবি ব্রিজ এবং সুরাত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন। সব জায়গাতেই তিনি বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন।রাহুল গান্ধী গুজরাতে কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, রাজ্যে বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সেখানে দলের সরকার গঠনের স্বপ্নও দেখান রাহুল গান্ধী। লোকসভার বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদী বারাণসী থেকে নয়, অযোধ্যা থকে নির্বাচনে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরাজয়ের ভয়ে তিনি সেখান থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি।

রাহুল গান্ধী বলেন, বারণসীতে ভুল হলেও অযোধ্যার মানুষ বিজেপিকে পরাস্ত করেছে। এবার গুজরাতেও কংগ্রেস বিজেপিকে হারাবে। তাই কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের ভয় পেলে চলবে না। লড়াই জারি রাখতে হবে।রাহুল গান্ধী বলেছেন, কংগ্রেস গুজরাতে বিজেপিকে হারাতে যাচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে তিনি কংগ্রেসের কর্মীদের কাছে ভয় না পেতে আহ্বান জানান।

এবারের গুজরাত সফরে রাহুল গান্ধীর হাতিয়ার লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় তথা ফৈজাবাদে বিজেপি প্রার্থীর হার। দলের নেতা কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, বিজেপির পুরো আন্দোলন ছিল রামমন্দির এবং অযোধ্যার জন্য।

এরপর ৩ পাতায়

৪০০র বেশি আসনে জিতে

ক্ষমতায় এসেছে লেবার পার্টি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাগরপারের মসনদে বদল। ৪০০র বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে লেবার পার্টি। আর সেই নির্বাচনী ফলাফলের ঢেউ এদেশের রাজনীতিতেও দোলা দিতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতা শশী থারুর ব্রিটেনের ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে খোঁচা দিলেন বিজেপিকে। মনে করিয়ে দিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'আব কি বার চারশো পার' স্লোগান তুললেও তা সত্যি হয়নি।ব্রিটেনের হবু প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমন স্লোগান দেননি বলেই জানা গিয়েছে। কিন্তু চারশোর বেশি আসন জিততে কিন্তু মরিয়া ছিলেন বামঘেঁষা মধ্যপন্থী নেতা। ২০২০ সালে লেবার পার্টির প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তো তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল- কনজারভেটিভ সরকার হঠিয়ে মানুষের জন্য সরকার গড়তে হবে। তবে সেজন্য ৩২৬টি আসনই যথেষ্ট। কিন্তু স্টার্মারের লক্ষ্য ছিল তারও উঁচুতে। ৪০০র

এরপর ৩ পাতায়

মোদীর বিদেশ সফরের আগেই

ভারতীয় সেনা পেল একে-২০৩ রাইফেল

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী: নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মস্কো সফরের আগে ভারতীয় সেনা পেল রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক একে-২০৩ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। উত্তরপ্রদেশের অমেঠীর অস্ত্র কারখানায় যৌথ উদ্যোগে নির্মিত প্রথম ব্যাচের ৩৫ হাজার উন্নততর কালাশনিকভ ভারতীয় সেনাকে দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, আগামী ৮-১০ জুলাই রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া সফরে যাবেন মোদী। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের রাশিয়া সফরের সময় বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক সমঝোতাপত্রে সই হয়েছিল। একে-৪৭ রাইফেলের উন্নততর সংস্করণ তৈরির লক্ষ্যে ২০২১ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুরের চুক্তি সই করেছিলেন। অবশ্য তার আগেই ২০১৯-এর মার্চে অমেঠীর করওয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৭.৬২ ক্যালিবারের একে-২০৩ রাইফেল উৎপাদন প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ২০২৩ সাল থেকেই অমেঠীর অস্ত্র কারখানায় শুরু হয়েছিল একে-২০৩ উৎপাদন।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০/০৭/২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com -এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

স্পিকার বিমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যপালের তরফ থেকে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার বিধানসভায় তৃণমূলের দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল বলেছেন, ওই কাজে সংবিধানের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অমান্য করেছেন বিমান। বাংলার বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে 'নালিশ' জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একটি রিপোর্ট দিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন, স্পিকার বিমান সংবিধান অমান্য করে তৃণমূলের দুই বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। শুক্রবার বিধানসভায় সায়ন্তিকাদের শপথগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই রাজভবনের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে বিষয়টি পোস্ট করে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। কয়েকটি প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। রাজ্যপাল বলেছেন, 'স্পিকারের সংবিধান অমান্য করা নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।রাজ্যপালের নির্দেশ না মেনে সায়ন্তিকাদের শপথ গ্রহণ করানো প্রসঙ্গে বিধানসভায় একটি নিয়মের উল্লেখ করেছিলেন বিমান। তিনি জানিয়েছিলেন, যে হেতু বিধানসভার অধিবেশন চালু রয়েছে, তাই রাজ্যপালের চিঠি মান্যতা পেল না। রুলস অফ বিজনেসের ২ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নম্বর ধারা মেনেই তিনি শপথবাক্য পাঠ করালেন সায়ন্তিকাদের। বিমানের এই যুক্তিকে খণ্ডন করে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞান যে, সংবিধান সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে।

চা বাগান থেকে শিশুর দেহ উদ্ধার,

চিতার হামলা বলে প্রাথমিক ধারণা প্রাথমিক

বেবি চক্রবর্ত্তী: জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন : বানারহাট ব্লকের তোতাপাড়া চা বাগানের গুদাম এলাকার আট বছরের বাচ্চার দেহ উদ্ধার। প্রাথমিক অনুমান চিতা বাঘের হামলায় বাচ্চাটির প্রাণ যায়। জানা যায়, গুদাম এলাকার চা বাগানের ৬নং সেকশনের বাসিন্দা দীলিপ মাহালির ছেলে দীলজিব মাহালি (৮) বিকেল বেলা বন্ধুদের সাথে শাক তুলতে বের হয়। এরপর বন্ধুদের সামনে থেকেই বাচ্চাটিকে বাঘ তুলে নিয়ে যায়। ঘটনাটি দেখে বাকি বাচ্চারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় এবং স্থানীয়দের খবর দেয়। স্থানীয়রা বাচ্চাটিকে খুঁজতে বেরোলে পাশেই থাকা চা বাগান থেকে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মরাঘাট রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার পাল ও বানারহাট থানার পুলিশ। এদিকে এই ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় শুরু হয় উত্তেজনা। উত্তেজনার সমাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি এসডিপিও গেলসেন লেপচা। তিনি স্থানীয়দের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন। পুলিশ মৃত বাচ্চাটির দেহ উদ্ধার করে বানারহাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামীকাল ময়নাতদন্তের জন্য দেহ জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।

বাবা কাঠমিস্ত্রি, মা নার্স, আইনজীবী থেকে

রাজনীতিতে পা রেখে ব্রিটেনে পালাবদল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রিটেনের মসনদে পালাবদল। নতুন প্রধানমন্ত্রী পেল ইংল্যান্ড। কনজারভেটিভ পার্টিকে (টোরি) বিপুল ভোটে হারিয়ে জয় হাসিল করল লেবার পার্টি। পেরিয়ে গেল ৪০০-এর গণ্ডিও। এ বারের ব্রিটেনের ভোটে মূলত লড়াই ছিল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এবং লেবার পার্টির নেতা কিয়ের স্টার্মারের মধ্যে। সেখানেই ঋষির দলকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসলেন কিয়ের। ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তিনিই। টানা ১৪ বছর ইংল্যান্ডের মসনদে ছিল কনজারভেটিভ পার্টি। এই সময়কালে দেশে অনেক রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে টোরিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তিন বার প্রধানমন্ত্রী বদলের প্রভাবও পড়ল এ বারে ভোটে। সেই সঙ্গে ব্রেক্সিটুপরবর্তী সময় থেকে ভঙ্গুর অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, অভিবাসন সমস্যা-সহ সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটেনের জনগণ বিরক্ত ছিল কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বের উপর। তারই প্রতিফলন দেখা গেল ভোটবাক্সে।

সেতুর মাঝখানে গর্ত, কঙ্কালসার চেহারা প্রকট,বাড়ছে দুর্ঘটনা

জেলা পরিষদের বিপজ্জনক সেতু দিয়ে চলাচল দুই জেলার মানুষের

মানসী রায় বর্মন,ফালাকাটা,৬ জুলাই: নিউজ সারাদিন : আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের পুরোনো একটি বেহাল সেতু নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার সীমান্ত রাস্তার পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের ওই সেতুটি অনেকটা ধনুকের মতো বেকে রয়েছে। সেতুর মুখে নেই কোনো সতর্কীকরন সাইনবোর্ড। সেতুর মাঝখানে গর্ত তৈরি হয়ে রড বেরিয়েছে। অথচ প্রতিদিন এই কঙ্কালসার সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করছে বালি,পাথরের ট্রাক,ছোট গাড়ি ও টোটো। ঘন ঘন দুর্ঘটনাও ঘটছে। স্থানীয়দের অভিযোগ,বেশ কয়েকবার জেলা পরিষদের এই রাস্তাটি সারাই হয়েছে। কিন্তু বেহাল সেতুর কোনো সংস্কার হয়নি। এলাকার মানুষ দ্রুত সেতুটি নতুন করে তৈরির দাবি তুলেছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের পুঁটিমারি মোড় থেকে জেলা পরিষদের একটি রাস্তা চলে গিয়েছে কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গায়। এই রাস্তায় আলিপুরদুয়ার জেলার পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে রয়েছে গিরিয়া সেতু। গিরিয়া নদীর উপর এই সেতুটির বয়স প্রায় ৩০ বছর। কয়েক বছর আগে বন্যায় এই সেতুটির মাঝখানের অংশটি অনেকটা বসে যায়। নীচু হয়ে যায় মাঝের পিলারটি। তারপর এই রাস্তায় কয়েকবার জেলা পরিষদের কাজ হলেও সেতুটি সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। দুই জেলার যোগসূত্র থাকায় দিন-রাত এই রাস্তায় ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি সহ বালি,পাথরের ট্রাক চলাচল করে। স্থানীয়দের দাবি,যানবাহনের চাপে দিন দিন বসে যাচ্ছে সেতুর মাঝখানের অংশ। এখন সেতুর মাঝখানে গর্ত তৈরি হয়েছে। আশপাশে পথবাতিও নেই। তাই মোটর বাইক ও সাইকেল আরোহীরা গর্তে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। এভাবে বড়োসড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। এ নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মহানন্দ বিশ্বাস বলেন,'এই সেতুর উপর দিয়ে দুই জেলার মানুষ যাতায়াত করে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার এই সেতুটি বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।' আরেক বাসিন্দা জিতেন বর্মন বলেন,'এখন মাসে ৮-১০টি দুর্ঘটনা ঘটছে।' সূত্রের খবর,প্রচুর ট্রাক শিলতোর্ষা নদীর বালি,পাথর নিয়ে এই রাস্তায় ঘোকসাডাঙ্গা সহ কোচবিহার জেলার নানা এলাকায় চলাচল করে। দিনেরবেলায় ট্রাক চলাচলে এর আগে স্থানীয়রা বাধা দিয়েছিলেন। তাই এখন ভোর বেলায় বিপজ্জনকভাবে সেতুর ওপর দিয়ে ট্রাক চলাচল করছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয় সুকুমার বর্মন বলেন,'এই বালি,পাথরের ট্রাক চলাচল করায় সেতুটি বেহাল হয়ে পড়েছে।' এ প্রসঙ্গে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য জীবন সরকার বলেন,'বছরের পর বছর থেকেই এই সেতুটি দুর্বল। জেলা পরিষদকে

এরপর ৩ পাতায়

ট্যাক্স ফাইলিংয়ে বিপ্লব ঘটছে:

মাইআইটিরিটার্ন ভারতের প্রথম ধরণের মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে

কলকাতা, ৪ঠা জুলাই, ২০২৪ - স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন: স্কোরিডভ, পিছনের উদ্ভাবনী শক্তি www.myITreturn.com, ভারতীয়রা আয়কর রিটার্ন কীভাবে দাখিল করে তা সহজ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার জন্য ডিজাইন করা তাদের যুগান্তকারী নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করার ঘোষণা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত। এই উদ্ভাবনী অ্যাপ্লিকেশনটি ভারতে এই ধরণের প্রথম, ব্যবহারকারীদের কোনও শারীরিক নথি আপলোড করার প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি তাদের স্মার্টফোন থেকে তাদের ট্যাক্স ফাইল করার অনুমতি দেয়, পুরো প্রক্রিয়াটিকে স্ট্রিমলাইন করে এবং এটি আগের চেয়ে দ্রুত এবং আরও দক্ষ করে তোলে।

ট্যাক্স ফাইলিংয়ে একটি গেম-চেঞ্জার

মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপটি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলিং পরিচালনা করার পদ্ধতি রূপান্তর করছে। মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপটি গ্রাহকের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, কাগজপত্রের ঝামেলা দূর করে এবং ট্যাক্স ফাইলিংকে সবার জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। স্মার্টফোনে মাত্র কয়েকটি ট্যাপ দিয়ে, কেউ নিজের বাড়ি বা অফিসে স্বাচ্ছন্দ্য থেকে ট্যাক্স রিটার্ন সম্পূর্ণ করতে পারেন। ব্যবহারের এই স্বাচ্ছন্দ্যই মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপ্লিকেশনটিকে এই ক্ষেত্রের একটি সত্যিকারের গেম-চেঞ্জার করে তোলে।

স্কোরিডভের প্রতিষ্ঠাতা, সাকর যাদব, নতুন অ্যাপ সম্পর্কে তার উত্তেজনা ভাগ করে নিয়ে বলেন, "আমরা এই গেম-চেঞ্জিং অ্যাপটি ভারতে করতে পেরে রোমাঞ্চিত। মাইআইটিরিটার্নে, আমাদের লক্ষ্য সর্বদা ট্যাক্স ফাইলিংকে সহজ করা, সুরক্ষিত এবং দক্ষ করে তোলা। এই অ্যাপটি সেই মিশনের একটি প্রমাণ, এটি একটি অনন্য সমাধান প্রদান করে যা ব্যবহারকারীর ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সময় পুরো প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং তাদের সর্বাধিক সম্ভাব্য রিফান্ড সরবরাহ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই অ্যাপটি আগামী দিনে ভারতীয়দের ট্যাক্স ফাইলিং করার পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করবে।"

মাত্র ৯৯ টাকায় সাশ্রয়ী মূল্যে ট্যাক্স ফাইলিং!

অ্যাপটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্কোরিডভ জানিয়েছে, সবার জন্য মানসম্পন্ন কর সেবা সাশ্রয়ী করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য তারা আমাদের অ্যাপের মাধ্যমে মাত্র ৯৯ টাকায় ট্যাক্স ফাইলিং অফার করছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য করদাতাদের উপর যে কোনও অপ্রয়োজনীয় আর্থিক বোঝা তুলে নেওয়া এবং তারা যাতে শীর্ষস্থানীয় পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করে।

অতুলনীয় দক্ষতা এবং বিশ্বাস

শুরু থেকেই, মাইআইটিরিটার্ন ট্যাক্স ফাইলিংকে সহজ এবং চাপমুক্ত করার জন্য নিবেদিত। ই-ফাইলিংয়ের অগ্রদূত হিসাবে, তারা একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যা নির্ভুলতা, দক্ষতা এবং সমস্ত সরকারী বিধিবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে। মাইআইটিরিটার্ন (স্কোরিডভ)আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ দ্বারা স্বীকৃত, তাই কেউ নিশ্চিত হতে পারে যে ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্য নিরাপদ এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিচালনা করা হয়।

মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্য

অ্যাপটি অবিশ্বাস্যভাবে ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং পরিষ্কার, সহজেই অনুসরণ করা নির্দেশাবলী সহ প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে গাইড করে। ব্যক্তিটি বেতনভোগী কর্মচারী বা স্ব-নিযুক্ত যাই হোক না কেন, তারা প্রক্রিয়াটি সহজবোধ্য এবং অ্যাক্সেসযোগ্য বলে মনে করবে।

সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হল যে একজনকে আর একাধিক নথি আপলোড করতে হবে না। নিরাপদে সরকারী ডাটাবেস থেকে সরাসরি সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পুনরুদ্ধার করে, ট্যাক্স ফাইলিং প্রক্রিয়াটিকে কার্যত কাগজবিহীন করে তোলে এবং মূল্যবান সময় এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করে।

মাইআইটিরিটার্নের ব্যাকএন্ড সমস্ত যোগ্য ছাড় এবং ছাড়গুলি চিহ্নিত করে যে কেউ তার প্রাপ্য প্রতিটি টাকা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষত উপকারী যদি কেউ তাদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত ট্যাক্স বেনিফিট সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন না হয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ফর্ম-১৬ বিবরণ, শেয়ার (মূলধন লাভ), ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্য সুরক্ষিত করে এমন উন্নত এনক্রিপশন প্রযুক্তি এবং মৌলিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন থেকে আরও জটিল ফাইলিং পর্যন্ত বিভিন্ন করের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা আমদানি করা।

গ্রাহক প্রশংসাপত্র "আমার ট্যাক্স ফাইল করা একটি কঠিন কাজ ছিল, তবে মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপ্লিকেশনটি এটি অবিশ্বাস্যভাবে সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের করে তুলেছে। প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারী-বান্ধব, এবং সহায়তা দল সর্বদা সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত"- মুকেশ রায়

"একটি ছোট ব্যবসার মালিক এবং স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে, আমি মাইআইটি রিটার্নের দক্ষতা এবং ব্যয়-কার্যকারিতার প্রশংসা করি। তাদের পরিষেবাগুলি আমার সময় এবং অর্থ উভয়ই সাশ্রয় করেছে" - গৌতম কুমার

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার: নিউজ সারাদিন : বাংলার বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ,আমরা বাঙালিরা এমন দুবেলা-দুমুঠো অন্য পেটে না পড়লেও আমোদ-প্রমোদে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। আড্ডা বিশ্বাসী বাঙালি। বাংলার ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে ও ঘুরেফিরে আসে মাসে একটা করে উৎসবের রীতি-রেওয়াজ যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। বিজ্ঞানসম্মত ও ঈশ্বর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে প্রাচীনকালের এই কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি প্রচলিত উৎসব। বাংলার দুটি উৎসব একে অপরের সাথে জড়িত অম্বুবাচীতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরিফ গাজী বাবার মেলা ও তেইশে জুন মঙ্গলবার রথযাত্রা। তবে করোনা সংক্রমণের কারণে পুরীর রথ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যোগ নিয়ছে বাংলার ইস্কন। ভার্চুয়ালি রথ যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তারা। ভার্চুয়ালি প্রায় ২৫০০০ বাড়িতে পৌঁছে যাবে রথযাত্রার অনুষ্ঠান। বাড়িতে বসেই রথের রশিতে টান দিতে পারবেন তাঁরা।এবছর রাজ্যেও হবে না রথযাত্রার উৎসব। ইস্কন এবং মাহেশের পক্ষ থেকে আগেই সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবছর মায়াপুর থেকে ৪৯ কিলোমিটার রথ যাত্রার আয়োজন করে থাকে ইস্কন। এবার সেটা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে মায়াপুর ইস্কন। কলকাতাতেও নামানো হবে না রথ। মাহেশের রথও এবার নামবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।রথ কি বা কেন আমরা পালন করি? সমস্ত ইতিহাস আজ আমার কলমে তুলে ধরবো! হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চার ধামের একটি জগন্নাথদেবের মন্দির। বিশেষ করে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ উপাসকদের নিকট এটি পবিত্র তীর্থস্থান। জগন্নাথ মন্দিরটি পুরীর পূর্ব সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পালনার্থে প্রাথমিকভাবে মন্দিরটি নির্মাণের পর, জগন্নাথ মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে পুনঃনির্মাণ করেন গঙ্গা রাজবংশের রাজা অনন্তবর্মণ চোদাগঙ্গা। কিন্তু মন্দিরটির কাজ সমাপ্ত করেন তার বংশধর অঙ্গভিমা দেব। যদিও মন্দিরের নির্মাতাদের নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ১০.৭ একর জমিতে ২০ ফুট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত জগন্নাথ মন্দির। ভোগমন্দির, নটমন্দির, জগমোহনা এবং দেউল নামে চারটি বিশেষ কক্ষ আছে মন্দিরে। ভোগমন্দিরে খাওয়া দাওয়া হয়, নটমন্দিরে আছে নাচ-গানের ব্যবস্থ্যা, জগমোহনায় ভক্তরা পূজাপাঠ করেন এবং দেউলে পূজনীয় বিগ্রহগুলো স্থাপিত। প্রধান মন্দিরের কাঠামো মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে নির্মিত এবং দুটি আয়তাকার দেয়াল দ্বারা আবৃত। বহিঃপ্রাঙ্গণকে মেঘনাদ প্রাচীর বলা হয় (২০০মিটার/১৯২ মিটার) এবং অভ্যন্তরীণ ঘাঁটিটি কুর্মাবেদ নামে পরিচিত (১২৬ মিটার/৯৫ মিটার)। মন্দিরে চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে- সিংহদ্বার, হস্বদ্বার, খঞ্জদ্বার এবং হস্তীদ্বার। জগন্নাথ মন্দিরের আশেপাশে প্রায় তিরিশটি ছোট-বড় মন্দির লক্ষ্য করা যায়।জগন্নাথ দেব কে কেন্দ্র করে কি রথের ইতিহাসের সূচনা। না অন্য কথা বলছে সেট আজ আমার গবেষণায় তথ্য তুলে ধরছি। শুধু রথযাত্রা এখানে থেমে থাকেনি! স্কন্দপুরাণে সরাসরিভাবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা পাওয়া যায়। সেখানে 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য; কথাটি উল্লেখ করে মহর্ষি জৈমিনি রথের আকার, সাজসজ্জা, পরিমাপ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র' বা 'শ্রীক্ষেত্র' বলতে আসলে পুরীকেই বোঝায়।পুরীতেই যেহেতু জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপিত, তাই এই মন্দিরকে পবিত্রতম স্থান বলে মনে করা হয় এবং এর অন্যতম আকর্ষণ রথযাত্রা। প্রতি বছর রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরা ক্রমে পুরীর রাজপরিবার আজও আছে। সেই রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে, যিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনিই পুরীর রাজা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পর পর তিনটি রথের সামনে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং সোনার ঝাড়ু ও সুগন্ধী জল দিয়ে রথের সম্মুখভাগ ঝাঁট দেন। তারপরই পুরীর রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। তিনজনের জন্য আলাদা আলাদা তিনটি রথ। রথযাত্রা উৎসবের মূল দর্শনীয় দিকটিও হল এই রথ তিনটি। তিনটি রথ যাত্রার কিছু নিয়ম রয়েছে এবং রথের আকার, রঙেও ভিন্নতা দেখা যায়।বিস্তারিত আলোচনা করলে একটা রামায়ণ-মহাভারতের মতন বইসমগ্র তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা ফিরে আসবো বাংলার রথ যাত্রার ইতিহাস।বাংলা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথ উৎসব হয়ে থাকে। এই দিন দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে গুন্ডিচা মন্দিরে যান জগন্নাথ। সেখান থেকে সাতদিন পর নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন। যাওয়ার দিনকে বলে সোজা রথ এবং একই পথে নিজ মন্দিরে ফিরে আসাকে বলে উলটা রথ। পরপর তিনটি সুসজ্জিত রথে চেপে যাত্রা শুরু করেন তারা। গুন্ডিচা মন্দির ভ্রমণকেই আবার মাসির বাড়ি যাওয়া মনে করেন অনেকে। পুরাবিদেরা ছিলেন গুণ্ডিচা। তবে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।তবে বাংলায় রথ প্রচলনের আবার ভিন্ন প্রেক্ষাপট। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা। চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন। চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই কারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই পঙক্তিগুলোর সাথে কে না পরিচিত? বিশ্বকবি যে রথযাত্রার কথা কবিতায় লিখেছেন, সে রথযাত্রার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসে আছে কল্পকাহিনী আর পুরাণের মিশেল, আছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর আচার-প্রথার বর্ণনা। সেসব ইতিহাস আর প্রথাসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা নিয়ে এই আয়োজন।'রথ' শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষ, যুদ্ধযান বা কোনোপ্রকার যানবাহন অথবা চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা হালকা যাত্রীবাহী গাড়ি। এই গাড়িতে দুটি বা চারটি চাকা থাকতে পারে। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়িকে রথ বলা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে রথের ব্যবহার দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেনানায়করা রথে চড়ে নিজেরা যুদ্ধ করেছেন এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেছেন।

তবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে রথ শব্দের অর্থ কিন্তু ভিন্ন। গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধার দিক থেকেও বেশ উপরে। তাদের কাছে রথ একটি কাঠের তৈরি যান, যাতে চড়ে স্বয়ং ভগবান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করেন। ভগবানের এই রথারোহণই 'রথ যাত্রা' নামে পরিচিত। এই পবিত্র উৎসবটি প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে উদযাপিত হয়ে থাকে। এর উৎপত্তিস্থল হিসাবে উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়।আর এই রাতকে নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম। প্রথমেই জানিয়ে রাখি জগন্নাথ এবং বিষ্ণু, শ্রী কৃষ্ণেরই দুই রূপ। বলরাম বা বলভদ্র, শ্রী কৃষ্ণ বা জগন্নাথ এবং সুভদ্রাদেবী এই তিনজন একে অপরের ভাইবোন। পুরাণে এমনটা বর্ণিত যে, তাদের তিন ভাইবোনের ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহপরায়ণ সম্পর্কের জন্যই তাঁরা পূজনীয়। রথযাত্রাও তাদেরকে কেন্দ্র করেই। এবার তাহলে ভগবানের নতুন রূপের আবির্ভাব, ইতিহাস, লোকবিশ্বাস সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। যাই হোক জগন্নাথদেবের মূর্তির রূপ নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। কেন হস্তপদবিহীন দেহ তাঁর, কেন এমন অদ্ভুত তাঁর অবতার? এই প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবতার কিছু বিশ্লেষণ দেখা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "না আত্মানং রথিনংবিদ্ধি শরীরং রথমেবতু"। অর্থাৎ, এই দেহই রথ আর আত্মা দেহরূপ রথের রথী। ঈশ্বর থাকেন অন্তরে। তার কোনো রূপ নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজী। বেদ বলছে, "অবাঙমানসগোচর"। অর্থাৎ, মানুষ বাক্য এবং মনের অতীত। মানুষ তাই তাকে মানবভাবে সাজায়। এ বিষয়ে কৃষ্ণ যজুর্বেদিয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

'অপাণিপাদো জাবানো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্নঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি
বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ভ।।

অর্থাৎ, তার লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। তার পদ নাই, অথচ সর্বত্রই চলেন। তার চোখ নাই, অথচ সবই দেখেন। কান নাই, কিন্তু সবই শোনেন। তাকে জানা কঠিন, তিনি জগতের আদিপুরুষ। এই বামনদেবই বিশ্বাত্মা, তার রূপ নেই, আকার নেই। উপনিষদের এই বর্ণনার প্রতীক রূপই হলো পুরীর জগন্নাথদেব। তার পুরো বিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কারণ তার রূপ তৈরিতে মানুষ অক্ষম। শুধু প্রতীককে দেখানো হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি মন্দির, নাম শ্রীক্ষেত্র (যা এখন জগন্নাথধাম হিসেবে পরিচিত)। কিন্তু মন্দিরে কোনো বিগ্রহ ছিল না। একদিন রাজসভায় কেউ একজন বললেন নীলমাধবের কথা। নীলমাধব নাকি বিষ্ণুর এক রূপ। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে? জানা নেই কারো। তাই আয়োজন করে নীলমাধবকে খুঁজতে লোকজন পাঠালেন রাজা। কিন্তু নীলমাধব কি অত সহজে দেখা দেয়? কেউ তাকে খুঁজে পেল না। সকলেই যখন হতাশ হয়ে ফিলে এলো, তখন দেখা গেল না কেবল বিদ্যাপতিকে। জঙ্গলে পথ হারালেন তিনি।এরপর গল্পে প্রেমের ছোঁয়া লাগলো। হারিয়ে যাওয়া বিদ্যাপতিকে জঙ্গলে উদ্ধার করলেন শবররাজ বিশ্ববসুর কন্যা ললিতা। সেই সূত্রে তাদের মাঝে ভাব জমে ওঠে, ধীরে ধীরে তা প্রেমে পরিণত হয়। কিছুকাল প্রেম, এরপর বিয়ে করে জঙ্গলে দিব্যি সংসার করতে লাগলেন নবদম্পতি ললিতা আর বিদ্যাপতি। এদিকে বিদ্যাপতি লক্ষ্য করলেন, রোজই তার শ্বশুরমশাই স্নান সেরে কোথাও যান। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, জঙ্গলের গহীনে নীল পর্বতে নীলমাধবের মূর্তি রয়েছে। বিশ্ববসু সেখানেই রোজ নীলমাধবের পূজা দিতে যান। নীলমাধবের কথা জানতে পেরে খুশিতে আটখানা হলেন বিদ্যাপতি। তার হারিয়ে যাওয়া যেন সার্থক হলো! জানা মাত্রই বিশ্ববসুর কাছে অনুরোধ করলেন নীলমাধবের দর্শনের জন্য। প্রথমে নারাজ হলেও নাছোড়বান্দা জামাইয়ের অনুরোধ শেষতক মেনে নিতে হলো বিশ্ববসুকে। নীলমাধবের দর্শন পেয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তি ভরে পূজা করলেন বিদ্যাপতি। আর তখনই আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এলো,

নীলমাধব যখন স্বয়ং রাজা ইন্দ্রদুম্নের পূজো নিতে চান, তখন কি আর দেরি করা যায়? চটজলদি খবর পাঠানো হলো রাজা ইন্দ্যদ্যুম্নের কাছে। রাজা বিস্ময়ে মহানন্দে সব ব্যবস্থা করে হাজির হলেন জঙ্গলের মাঝে নীলমাধবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছনো মাত্রই আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না নীলমাধবের। তখন আবার দৈববাণী শোনা গেলো,সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎই একদিন সমুদ্রের জলে কাঠ ভেসে এলো। মহাসমারোহে শুরু হলো বিগ্রহ তৈরির কাজ। কিন্তু কীভাবে তৈরি হবে? ভেসে আসা কাঠ এমনই শক্ত যে মূর্তি গড়া তো দূরে থাক, কেউ হাতুড়িই বসাতে পারল না কাঠে; উল্টো হাতুড়িরই যায় যায় অবস্থা! তাহলে মূর্তি গড়বে কে? মহারাজ আবারও পড়লেন বিপদে। ইন্দ্রদ্যুম্নের সেই অসহায় অবস্থা দেখে বুঝি এবার দুঃখ হলো ভগবানের। শিল্পীর রূপ ধরে স্বয়ং জগন্নাথ এসে দাঁড়ালেন রাজপ্রাসাদের দরজায়। বললেন, তিনিই গড়বেন ভগবানের বিগ্রহ। তবে তার একটি শর্ত আছে। শর্তটি এমন যে তিন সপ্তাহ বা ২১ দিনের পূর্বে কেউ তাঁর কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ দেখতে পারবে না। অতঃপর শর্তানুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন দারুশিল্পী।কিন্তু

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

গুজরাত সফরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী

লালকৃষ্ণ আডবাণী রথযাত্রার মাধ্য তা শুরু করেছিলেন। আর নরেন্দ্র মোদী সেই রথযাত্রায় আডবাণীকে সাহায্য করেছিলেন।লোকসভা ভোটে আগে সেই রামমন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

তারপরেই তিনি বলেন, এত কিছুর পরেও অযোধ্যা থেকে বিজেপির সাংসদ নয়, ইন্ডিয়া ব্লকের সাংসদ লোকসভায় গিয়েছেন। এব্যাপারে তিনি অযোধ্যা তথা ফৈজাবাদের সাংসদ অবধেশ প্রসাদের কথা উল্লেখ করেন। রাহুল বলেছেন, অবধেশ প্রসাদ নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, তিনি অযোধ্যা থেকে নির্বাচনে লড়াই করতে যাচ্ছেন এবং জয়ীও হবেন।রাহুল গান্ধী বলেন, অযোধ্যার সাংসদ তাঁকে বলেছেন, সেখানকার মানুষ বলেছেন, মন্দির তৈরির জন্য জমি নেওয়া হয়েছে। অনেক দোকানঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার মানুষকে আজ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়নি। অযোধ্যায় কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে বিমানবন্দর করা হলেও, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

১-ম পাতার পর

৪০০র বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে লেবার পার্টি

বেশি আসন জেতাই নয়, ব্রিটেনের নির্বাচনী ইতিহাসে টোরিদের নিকৃষ্টতম ফলাফল যেন হয়, সেদিকেও যত্ন নিয়েছেন লেবার নেতা।নিজের এক্স হ্যান্ডলে শশীকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'অবশেষে 'আব কি বার ৪০০ পার' হল- কিন্তু সেটা অন্য দেশে।' সেই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন ব্রিটেনের নির্বাচনের ফলাফল। যেখানে টোরিরা পেয়েছেন ১২১টি আসন, সেখানে লেবার পার্টি পেয়েছে ৪১১টি আসন। সেই প্রসঙ্গ তুলেই মোদি ও বিজেপিকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ ছাড়লেন না কংগ্রেস নেতা।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রশ্ন উঠেছিল। বিজেপি কি চারশো আসন পেয়ে টানা তৃতীয়বার কেন্দ্রে সরকার গড়বে? লোকসভা নির্বাচনের আবহে এই চর্চায় মেতে উঠেছিল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। একাধিক নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপি নেতাদের হুঙ্কার, চারশো আসন নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে কেন্দ্রে ফিরবে মোদি সরকার। তবে শেষ পর্যন্ত চারশো পার 'অধরা মাধুরী' হয়ে রইল বিজেপির কাছে। ৪০০ আসন জেতা তো দূর, তিনশোরও কমে আটকে গিয়েছিল গোটা এনডিএ।

২ পাতার পর

সেতুর মাঝখানে গর্ত, কঙ্কালসার চেহারা প্রকট,বাড়ছে দুর্ঘটনা জেলা পরিষদের বিপজ্জনক সেতু দিয়ে চলাচল দুই জেলার মানুষের

বারবার বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।' পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান কমলেশ্বর বর্মন বলেন,'ওই দুর্বল সেতুর বিষয়টি জানি। জেলা পরিষদকে পুনরায় বিষয়টি জানাব।' আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন,'এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি। প্রয়োজনে দুর্বল সেতুটির পাশে সতর্কীকরন সাইনবোর্ড লাগানো হবে।' সেতুটির সংস্কার বা নতুন সেতুর ব্যাপারেও পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮৪ সংখ্যা ০৭ জুলাই, ২০২৪ রবিবার ২২ আষাঢ়, ১৪৩১

রাস্তায় খুন বহুজন সমাজ পার্টি-র

তামিলনাড়ু সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাস্তায় খুন বহুজন সমাজ পার্টি-র তামিলনাড়ু সভাপতি। শুক্রবার তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে বিএসপি নেতা কে আর্মস্ট্রং-র উপরে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁর বাড়ির সামনেই বাইক নিয়ে চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। ৬ জন দুষ্কৃতী মিলে ভরা রাস্তায় বিএসপি নেতার উপরে একের পর এক কুড়ুলের কোপ বসায়।অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও রাজ্যের শাসক দল ডিএমকে-কে আক্রমণ করেছে রাজ্যে ক্রমে অবনতি হওয়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। বিরোধী দলনেতা ই পালানিস্বামী বলেন, "যেখানে একটি জাতীয় দলের রাজ্য সভাপতিই খুন হয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমি কি বলব? রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার লজ্জাজনক অবস্থা। পুলিশ বা আইন নিয়ে কোনও ভীতিই নেই।"হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বিএসপি প্রধান মায়াবতী।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধেয় তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে কয়েকজন দলীয় কর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলেন সে রাজ্যের বিএসপি সভাপতি কে আর্মস্ট্রং। হঠাৎই বাইকে চেপে আসে দুষ্কৃতীরা। কুড়ুল দিয়ে হামলা চালায় আর্মস্ট্রংয়ের উপরে। হামলার পরই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজনের দাবি, অভিযুক্তরা খাবার ডেলিভারি বয় সেজে এসেছিল। তবে পুলিশ এখনও এই বিষয়ে কিছু জানায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বদলা নেওয়ার জন্য খুন করা হতে পারে বিএসপি সভাপতি। গত বছর গ্যাংস্টার আরকট সুরেশের হত্যার সঙ্গে গতকালের নৃশংস ঘটনার যোগ রয়েছে বলেই অনুমান। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিকে, দলের রাজ্য সভাপতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মায়াবতী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "তামিলনাড়ুর বহুজন সমাজ পার্টির সভাপতি কে আর্মস্ট্রংয়ের নৃশংস হত্যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পেশায় আইনজীবী আর্মস্ট্রং রাজেয় দলিতদের কণ্ঠ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। রাজ্য সরকারকে অভিযুক্তদের অবশ্যই কঠোর শাস্তি দিতে হবে।"

সম্পাদকীয়

গরিবদের জন্য নানারকম সাহায্য

প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদী মূলত তিনটি সূত্রের উপরে ভিত্তি করে আগামী পাঁচ বছরের আর্থিক নীতি ঠিক করতে চাইছেন। এক, গরিবদের জন্য নানারকম সাহায্য। বিশেষত গ্রামের গরিব মানুষের দিকে নজর। দুই, অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। তিন, পরিকাঠামোয় বিপুল অর্থ খরচ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ও কর্মসংস্থান তৈরির চেষ্টা।কোভিডের সময় অর্থনীতির দুরবস্থায় মোদী সরকার সাধারণ মানুষের হাতে নগদ অর্থসাহায্য তুলে দেওয়ার বদলে ব্যবসা, রুটিরুজি চালু রাখতে ঋণের জোগানের দিকে নজর দিয়েছিল। তার পরে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পরিকাঠামোয় বিপুল খরচের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। অর্থ মন্ত্রক সূত্রের খবর, এ বারের বাজেটেও পরিকাঠামো তৈরি-সহ মূলধনী খাতে ১১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উৎপাদন নির্ভর ভাতা বা প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভের (পিএলআই) দিকে নজর দেওয়া হবে। সঙ্গে চলবে ব্যবসা ও লগ্নির পরিবেশ সহজ করার জন্য সংস্কারের কাজ।লোকসভা ভোটে মোদী জমানায় বেকারত্বের হার বিরোধীদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল। অর্থ মন্ত্রকের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "পরিকাঠামোয় বিপুল অর্থ ঢাললে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। গ্রামে বাড়ি, রাস্তা তৈরির কাজে টাকা ঢাললেও কাজের সুযোগ বাড়বে। তার সঙ্গে সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রকেও উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ দিচ্ছে। চাকরির সুযোগ তৈরি হবে সেখানেও।"কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ সূত্রের খবর, জুলাইয়ের শেষেই সংসদে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন চলতি অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন। সেখানে এই তিন সূত্রের প্রতিফলন দেখা যাবে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, লোকসভা ভোটে গ্রামীণ এলাকার কেন্দ্রগুলিতে বিজেপি ধাক্কা খেয়েছে। সেই ক্ষত মেরামতে নজর দিতে চাইছে মোদী সরকার।

প্রধানমন্ত্রী নিজেই রাজ্যসভায় বলেছেন, আগামী পাঁচ বছর দারিদ্র দূরীকরণে তাঁর সরকার কিছু নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নেবে। সূত্রের খবর, গরিবদের জন্য যে সব প্রকল্প চলছে, তার সুবিধা শেষ সারির মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দিকে নজর দেওয়া হবে বাজেটে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হবে।অর্থ মন্ত্রকের কর্তাদের বক্তব্য, কেন্দ্র কোনও ভাবেই আর্থিক বৃদ্ধির হার এক লাফে অনেকখানি বাড়ানোর চেষ্টা করতে চাইছে না। সেই হার ৭ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে থাকলেই সরকার খুশি। বৃদ্ধির হার আরও বাড়াতে গিয়ে মূল্যবৃদ্ধি বা রাজকোষ ঘাটতি নাগালের বাইরে চলে যাক, তা মোদী সরকার চাইছে না। সে কথা মাথায় রেখেই বাজেট তৈরি হচ্ছে।

হিংসার রাজনীতিক গ্রাম গঞ্জে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

হাতে থাকুক। কিন্তু দেশের মানুষ চাইল লবণ তৈরির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা।পরবর্তী ঘটনা ঘটে ১৯৩৪-৩৫ সালের দিকে। অবিভক্ত বাংলার লাটসাহেব মি. অ্যান্ডারসন গোঁ ধরেছেন তমলুকে দরবার করবেন। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। মেদিনীপুরের বরাবরই রয়েছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য। মেদিনীপুরবাসীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাটসাহেবকে এই দরবার তারা কিছুতেই করতে দেবে না। মেদিনীপুরবাসীরা দেখিয়ে দিতে চায় যে তারা আর কিছুতেই ইংরেজদের গোলামি করতে রাজি নয়। এদিকে ইংরেজ সরকারও তাদের সংকল্পে অটল। ফলে অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘাত।লাটসাহেব এলেন জেদের বশে। তমলুকে দরবার তিনি করবেনই। দরবার বসার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। পুলিশ ও প্রশাসনের বেপরোয়া মনোভাব। এমন সময় হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল 'লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও- ফিরে যাও।' বন্দে মাতরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ বাতাস।এই সময়ে মাতঙ্গিনী হাজরা ১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন।তার বিপ্লবী জীবন ছিল ক্ষুরধার। ব্রিটিশের লবণনীতির প্রতিবাদে তার লড়াই ছিল দুরন্ত। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। গান্ধী আদর্শমতে, নিজের হাতে চরকা কেটে খাদি কাপড়ও বানিয়েছেন তিনি। মৃত্যুর সময়ও তিনি কংগ্রেসের পতাকা উঁচু হাতে ধরেছিলেন। ডান্ডি মার্চ, অসহযোগ আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন কিংবদন্তীতুল্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে মেদিনীপুরের নারীদের যোগদান ছিল ইতিহাসে এক মাইলফলক ঘটনা। মাতঙ্গিনী হাজরা সে ইতিহাসেরই এক জ্বলন্ত বারুদ। তাই মেদিনীপুরে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আলাদা রূপ পেয়েছিল।ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সদস্যেরা মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। উদ্দেশ্য ছিল জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রধানত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ ছয় হাজার সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করে। প্রাণবিনাশী এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী হাজরা। স্কুল লাইফের তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি এই আন্দোলনের ইতহাস জানতে পেরেছিলাম। সেই মনের মধ্যে প্রবল ইচ্ছে জেগেছিল মাতঙ্গিনী কে পশ্চিম মেদিনীপুর তমলুক শহরটি কোথায়।সাংবাদিকতার জীবনে এসে সে স্বপ্ন সত্যিই আমার পূরণ হয়েছিল। আমি যদি না কোনদিন সাংবাদিক হতাম তাহলে দেশ-বিদেশ ও রাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হতো না। সবকিছু যেন ঈশ্বরের লীলা খেলা, সাংবাদিকতা আগে থেকেই লেখালিখির একটু নেশা জন্মেছিল। সেই কারনে রাজ্যে বিভিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন জেলায় আমি ঘুরে বেরিয়েছি। ২০১৩ আত্মশুদ্ধি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিশ্বের একাধিক দেশ বর্তমানে হালকা ট্যাঙ্কের উপর কাজ শুরু করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২০ সালে গালোয়ান উপত্যকায় লালফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় সমস্যাটা নজরে এসেছিল সেনাবাহিনীর। দেখা যায়, ডিআরডিও-র তৈরি 'অর্জুন', রুশ টি-৯০ (ভীষ্ম), টি-৭২ (অজেয়) ওজনে ভারী হওয়ায় লাদাখের পাহাড়ি অঞ্চলে এই ট্যাঙ্কগুলিকে বেশ বেগ পেতে হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থার উপর দায়িত্ব আসে তুলনায় হালকা কোনও ট্যাঙ্ক তৈরির।এ প্রসঙ্গে ডিআরডিও-র নির্দেশক রাজেশ কুমার বলেন, বিশ্বের একাধিক দেশ বর্তমানে হালকা ট্যাঙ্কের উপর কাজ শুরু করেছে। যেখানে পশ্চিমী দেশের পাশাপাশি রয়েছে রাশিয়া, চিনও। তবে ভারতীয় ট্যাঙ্ক জোরাওয়ার বিশেষত্ব হল, ট্যাঙ্কের মূল মাপকাঠিগুলিকে অভিন্ন রেখেই আমরা এই ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু করেছি। যেমন আগুন, ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা ও আত্মরক্ষার মতো সব বিষয়গুলি এর মধ্যে রয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই ট্যাঙ্কের ওজন হতে চলেছে অত্যন্ত হালকা। ফলে সর্বগুণ বজায় রেখেই পাহাড়ি ক্ষেত্রে যুদ্ধের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে ট্যাঙ্কটি।সেই মতোই এবার ভারতীয় সেনার হাতে আসতে চলেছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লাদাখের শীতল মরুভূমিতে যুদ্ধের উপযুক্ত হালকা ট্যাঙ্ক জোরাওয়ার। ২০২৭ সালে এই মারণ ট্যাঙ্ক সেনাবাহিনীর হাতে আসবে বলে জানিয়ে দিলেন ডিআরডিও প্রধান সমীর কামাথ।কী বিশেষত্ব অত্যাধুনিক জোরাওয়ার ট্যাঙ্কের? অত্যন্ত ভারি ওজন হওয়ার কারণে ভারতীয় সেনার রুশ টি-৯০ (ভীষ্ম), টি-৭২ (অজেয়)-এর মতো ট্যাঙ্কগুলি লাদাখের মতো উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলে যথেষ্ট সমস্যাদায়ক। সে কথা মাথায় রেখেই দাবি ওঠে হালকা ও সাবলিল কোনও ট্যাঙ্কের। গত বছরের মার্চ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দেশীয় প্রযুক্তিতে হালকা ট্যাঙ্ক নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিল। শুরু হয় প্রস্তুতি। তবে বছর ঘোরার আগেই সেই প্রকল্পে সাফল্য পেয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। জানা যাচ্ছে অত্যাধুনিক এই জোরাওয়ার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে যাতায়াতে অত্যন্ত সাবলীল। নদী বা যে কোনওরকম বাধা পার হতে কোনও সমস্যা হবে না তাঁর। এ প্রসঙ্গে ডিআরডিও প্রধান বলেন, এই ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিআরডিও এবং এলএনডিটি যৌথভাবে এটি তৈরির কাজ শুরু করেছে। সব রকম পরীক্ষা সফল হওয়ার পর আশা করছি ২০২৭ সালে এটি ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।এ প্রসঙ্গে ডিআরডিও-র নির্দেশক রাজেশ কুমার বলেন, 'সাধারণত তিন ধরনের ট্যাঙ্ক রয়েছে। ওজনের নিরিখে এই তিন ধরনের ট্যাঙ্ক হল ভারী ট্যাঙ্ক, মধ্যম ওজনের ট্যাঙ্ক ও হালকা ট্যাঙ্ক। প্রতিটি ট্যাঙ্কের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। এর মধ্যে আত্মরক্ষা, আক্রমণ দুই ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করা হয় ট্যাঙ্কগুলি। তবে এই হাল্কা ওজনের ট্যাঙ্ক দুই ক্ষেত্রেই কার্যকারী ভূমিকা পালন করবে। ইতিমধ্যেই এই ট্যাঙ্কের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার গুজরাটে গিয়ে ট্যাঙ্ক প্রজেক্টের সমীক্ষাও করেন ডিআরডিও প্রধান। আগামী ৬ মাসের মধ্যেই শুরু হবে নয়া এই ট্যাঙ্কের ট্রায়াল।

৩ পাতার পর

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী গুণ্ডিচার তর সইলো না। একদিন ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন, কারিগর উধাও! সাথে তিনটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তি দেখে তো রীতিমতো ভিরমি খেলেন তিনি! গোল গোল চোখ, গাত্র বর্ণসহ অসমাপ্ত মূর্তির না আছে হাত, না আছে পা। এ অবস্থা দেখে অনুশোচনায় আর দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন রাজা-রানী দুজনেই। ভাবলেন, শর্ত খণ্ডনের ফলেই বুঝি এত বড় শাস্তি পেলেন তারা। তবে তাদের এই অনুশোচনা পর্ব দীর্ঘায়িত হতে দেননি ভগবান। স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে জগন্নাথ জানিয়ে দিলেন, "এমনটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি এই রূপেই পূজিত হতে চাই"। এরপর থেকে এভাবেই ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন জগন্নাথদেব। এ গেলো একটি জনশ্রুতি। অন্যদিকে, এর কাছাকাছি আরেকটি মিথও প্রচলিত আছে জগন্নাথদেবকে ঘিরে। লোকমুখে শোনা যায়, শ্রী কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাঁর মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন। মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজা যখন একজন উপযুক্ত কাষ্ঠশিল্পীর সন্ধান করছেন, ঠিক তখন এক রহস্যময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাষ্ঠশিল্পী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি রাজার কাছে মূর্তি নির্মাণের জন্য কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন এবং জানিয়ে দেন, নির্মাণকালে কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা না দেন। দরজার আড়ালে কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। রাজা-রানীসহ সকলেই নির্মাণকাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন তাঁরা বন্ধ দরজার কাছে যেতেন ভেতর থেকে খোদাইয়ের আওয়াজ শুনতে। কিছুদিন বাদে রাজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অত্যুৎসাহী রানী কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। তখন তারা দেখেন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। এই রহস্যময় কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। মূর্তির হস্তপদ নির্মিত হয়নি বলে রাজা মুষড়ে পড়লেন, কাজে বাধাদানের জন্য অনুতাপ করতে থাকলেন। তখন দেবর্ষি নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাবেন বিধায়ক নওশাদ, আর্জি মঞ্জুর করল কলকাতা হাই কোর্ট। তিনি এমন রূপই চেয়েছিলেন। এভাবেই জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ঘটে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আসে ঈশ্বরের শত্রু অর্থাৎ শয়তানের দল, তাদের সাথে চলে নিরন্তর সংগ্রাম। তেমনি সংগ্রাম করে আমাদের মধ্যে মানুষরূপে স্বয়ং ঈশ্বর বাবা লোকনাথ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আত্মলীনা ও অলৌকিক শক্তি উদাহরণ আমরা কিছুটা হলেও তুলে ধরলাম। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন তার প্রয়াণের কথা। বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ দর্শন করার জন্য। কথিত আছে একসময় লোকনাথ মহাযোগে বসেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

নিষিদ্ধ পাকিস্তানির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তোপের মুখে মাধুরী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমালোচনার ঝড়ে বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। ভারতে নিষিদ্ধ এক পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করে বিতর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধুরীকে তার কাজের জন্য বিতর্কিত করেছেন রাজনৈতিক ভাষ্যকার সুনন্দা বশিষ্ঠ। টুইটারে মাধুরীর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার ছবি ও নিউজ শেয়ার করে তিনি জানান, জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসআই-এর সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে পাকিস্তানের ব্যবসায়ী রিয়েল অ্যাস্টেট সংস্থার মালিক রেহান সিদ্দিকির। আর তার সঙ্গেই কাজ করতে চলেছেন মাধুরী।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার সুনন্দা আরও জানান, রেহান বর্তমানে হিউস্টনে আছেন। চলতি বছরের আগস্টে টেক্সাসের হিউস্টন শহরেই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তিনি। আর সে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী মাধুরী। প্রকাশিত পোস্টার অনুযায়ী, শুক্রবার (১৬ আগস্ট) রাত ৯টায় রেহানের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চলেছেন মাধুরী।

মাধুরীর এ কাজকে কটাক্ষ করে সুনন্দা বলেন, যে পাকিস্তানি প্রোমোটারকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ করেছে, তার সঙ্গে মাধুরীকে জোট বাঁধতে দেখে সত্যিই অবাক হয়েছি। ভারত সরকার পরিষ্কার করে ঘোষণা করেছিল, রেহান সিদ্দিকি ভারতে নিষিদ্ধ এবং বলিউডের তারকারা যাতে তার সঙ্গে কাজ না করেন।

এ প্রসঙ্গে সুনন্দা মন্তব্য করে বলেন, আইএসআই-এর তালিকাভুক্ত একজন পাকিস্তানি প্রোমোটারের সঙ্গে কাজ করার কী অর্থ? দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে মাধুরীর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়।

ছড়িয়ে পড়েছে নাম্বার, উড়ো ফোনে বিরক্ত শ্রীলেখা

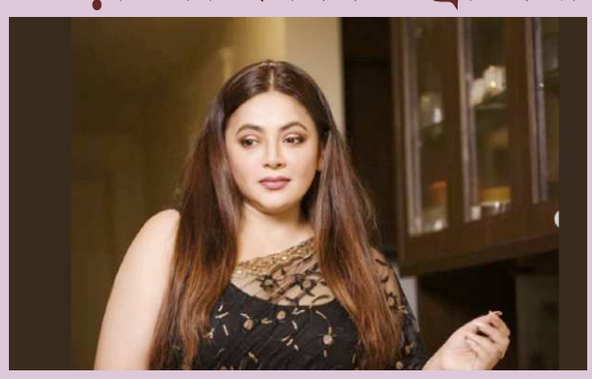

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তারকাদের ফোন নম্বর ছড়িয়ে পড়লে কী ধরনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তারা, তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন রাখে না। সম্প্রতি টালি অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের সঙ্গে ঘটলো এমন ঘটনা। ফোন নম্বর ছড়িয়ে পড়ায় বিরক্তিকর পরিস্থিতির শিকার অভিনেত্রী।

গত শনিবার সামাজিক মাধ্যমের এক পোস্টে এ কথা জানান শ্রীলেখা নিজেই। অভিনেত্রীর কথায়, কিছু অজ্ঞাত লোক আমার নাম ব্যবহার করে ফোন নম্বর ছড়িয়ে দিয়েছে। যেটি ঘটানো হয়েছে টেলিগ্রামকে ব্যবহার করে। ফলে কয়েকদিন ধরে অন্তত ১০-১৫ টা অপ্রয়োজনীয় ফোন এসেছে। এমনকি তাদের দাবি, আমার নাকি তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কার পাকা ধানে মই দিলাম, ভাবছি।

শুধু তাই নয়। ওই পোস্টের শেষেই শ্রীলেখা আরেকটি বিস্ফোরক প্রশ্ন রেখেছেন যে, তুমি যে-ই হও না কেন, আমি কেন তোমাদের জন্য হুমকি হতে যাব?

বরাবরই সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় শ্রীলেখা মিত্র। ঠোঁটকাঁটা স্বভাবের জন্য খ্যাতি আছে তার। নিজের জীবনযাপনের ধরণ নিয়ে বরাবরই স্পষ্টবাদী তিনি। কখনোই কোনো কিছু নিয়ে রাখঢাক রাখেন না। ফলে স্পষ্ট কথা বলার জেরে একাধিকবার বিতর্কেও জড়িয়েছেন।

টালিউডের পাশাপাশি এখন মুম্বাইতেও যাওয়া আসা রয়েছে শ্রীলেখার। সম্প্রতি সুধীর মিশ্রর ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন তিনি। তবে কলকাতা ছেড়ে সেখানে গেঁড়ে বসার চিন্তা নেই তার।

প্রেম করলেও বচ্চন বাড়িতে ঢোকা সহজ হবে না শাহরুখ-কন্যার, সতর্ক করলেন নব্যা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক মাস ধরেই কানাঘুষা, অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়ের সম্পর্কে নাকি ভাঙন ধরেছে। 'জলসা'য় নিত্য অশান্তি চলছে। শোনা যাচ্ছে, ননদ শ্বেতা বচ্চন ও শাশুড়ি জয়া বচ্চনের সঙ্গে মতবিরোধ ঐশ্বরিয়ার। সে কারণেই তৈরি হয়েছে দূরত্ব। এর মাঝেই আরও এক খবরে মুখরিত বলিউড। শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান ও অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দার ঘনিষ্ঠতা। দু'জনের আলাপ অনেক আগে থেকেই। তবে ঘনিষ্ঠতা মেয়ে শ্বেতাকে শাসনও করেন জয়া। তবে শুধু মেয়ে শ্বেতা নন, পরিবারের সবাই তাকে মেনে চলেন। নাতি অগস্ত্যের জীবনে প্রেমিকা এলেও বচ্চন পরিবারে তার প্রবেশ খুব সহজ হবে না। যেই আসুক অগস্ত্যের জীবনে, তাকে এই তিন নারীর মন জয় করতে হবে। এক নব্যা (অগস্ত্যের বোন), দ্বিতীয় শ্বেতা (অগস্ত্যের মা) তৃতীয় জয়া (অগস্ত্যের নানী)। নব্যা অবশ্য জানিয়েছেন, এই তিন নারীর মধ্যে সব থেকে কঠিন নাকি নানী জয়ার মন জয় করা। তাদের নিয়ে নানা জল্পনা চললেও এই বিষয়ে এখনও মুখে কুলুপ সুহানা ও অগস্ত্যের।

'হোয়াট দ্য হেল নব্যা' শোয়ে এসে বচ্চন পরিবারের তিন প্রজন্মের নারীরা একে অন্যকে নিয়ে খোলামেলা আড্ডা দিয়ে থাকেন। মাঝেমধ্যেই সেখানেই কি মন দেওয়া-নেওয়া হয় দুই তারকা সন্তানের? সম্প্রতি লন্ডনে এক নাইট ক্লাবে দু'জনকে একত্রে দেখা যায়। তবে অগস্ত্যের সঙ্গে সুহানা যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, তার প্রেমিকা হতে গেলে প্রয়োজন বচ্চন পরিবারের তিন নারীর সম্মতি। সব থেকে কঠিন কাকে রাজি করানো, জানালেন অগস্ত্যের বোন নব্যা নভেলি নন্দা।

বাংলা সিনেমায় অভিনয় করতে ভালোবাসেন বিদ্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাঙালি পরিচালক গৌতম হালদারের ভাল থেকে সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন বিদ্যা বালান। সেই সময় তিনি নতুন ছিলেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। প্রথম ব্রেক পেয়েছিলেন এই বাংলা সিনেমাতেই। ফলে বিদ্যার সঙ্গে বাংলার এক নিবিড় যোগ আছে শুরু থেকেই। তারপর মুম্বাইয়ের বাঙালি পরিচালক প্রদীপ সরকারের পরিচালনায় তৈরি হিন্দি সিনেমা 'পরিণীতা'য় অভিনয় করেন বিদ্যা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে হিন্দি সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন প্রদীপ। তাতেও নায়িকার চরিত্রে ছিলেন এই বিদ্যাই। বাঙালি পরিচালক সুজয় ঘোষের নির্দেশনায় তৈরি 'কাহানি'তে বিদ্যাকে দেখানো হয়েছিল এক বাঙালির চরিত্রেই। পুরো সিনেমার শুটিং হয়েছিল কলকাতায়।

শুধু তাই নয়, বলিউডের এই দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রীর সঙ্গে বাঙালিদের চেহারার অদ্ভুত মিল খুঁজে পান অনেকেই। বিদ্যা বাংলাও জানেন। বাঙালি না হয়ে বাংলার সঙ্গে এক অবাঙালি অভিনেত্রীর এই অন্তরঙ্গতা মুগ্ধ করেছিল প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে। বিদ্যাকে বাহবা জানিয়েছিলেন তিনি।

ঋতুপর্ণ ঘোষ সঞ্চালিত 'ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি' টকশোতে বিদ্যাকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিদ্যা সম্পর্কে বলার সময় তার বাংলার প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বহুবছর আগে নেওয়া সেই সাক্ষাৎকার পর্বের একটি ক্লিপিং এই মুহূর্তে ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। যেখানে বাঙালিদের মধ্যে বাঙালিয়ানা হারাচ্ছে, সেখানে বিদ্যার মতো এক দক্ষিণ ভারতীর এমন বাংলাপ্রীতি চমকে দেওয়ার মতো।

ঋতুপর্ণ বলেছিলেন, ইংরেজি হরফে একটি লেখা নির্ভুলভাবে বাংলায় লিখে আমাকে মেসেজ করেছিল বিদ্যা। সকলকে সেই মেসেজ দেখিয়েছিলাম আমি।

তার বাংলাপ্রীতি নিয়ে বিদ্যা বলেছিলেন, আমার ধারণা আগের জন্মে আমি বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি হয়ত বাঙালিই ছিলাম পূর্ব জন্মে। তাই হয়ত এই জন্মে বাঙালিয়ানা আমার পিছু ছাড়েনি। বরং আমাকে বারবার ফিরিয়ে এনেছে এই বাংলায়। আমি বাঙালি হতে খুব ভালোবাসি।

আশা ভোঁসলের পা ধুয়ে সম্মান জানালেন সোনু নিগম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টেজে রাখা একটি চেয়ারে বসে আছেন ভারতের বরেণ্য সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। তার সামনে ফ্লোরে বসা আরেক জনপ্রিয় গায়ক সোনু নিগম। কিছুক্ষণ পরে আশা ভোঁসলের দু'পায়ে চুম্বন করেন তিনি। এরপর আশা ভোঁসলের দু'পা নিজ হাতে ধুয়ে দেন সোনু নিগম। সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ক্লিপে এমন দৃশ্য দেখা যায়। ভাইরাল এ ভিডিও নিয়ে নেটদুনিয়ায় জোর চর্চা চলছে। সোনু নিগমের শ্রদ্ধা প্রদর্শন দেখে নেটিজেনরা তার প্রশংসা করছেন।

দ্য ফ্রি প্রেস জার্নালের তথ্য অনুসারে, শুক্রবার (২৮ জুন) মুম্বাইয়ে 'স্বরস্বামিনী আশা' শিরোনামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ছিল। সংগীতে আশা ভোঁসলের অবদান নিয়ে বইটি রচনা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন আশা ভোঁসলে ও সোনু নিগম। অনুষ্ঠানের মঞ্চে আশা ভোঁসলের পা ধুয়ে সম্মান জানান সোনু নিগম।

অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আশা ভোঁসলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনিও তার পা ছুঁয়ে সালাম করেন।

১৯৪৩ সালে সংগীত ক্যারিয়ার শুরু করেন আশা ভোঁসলে। ৮ দশকের বেশি সময়ব্যাপী তার কর্মজীবন। শুধু হিন্দি নয়, অন্যান্য ২০টি ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি বেশ কিছু বিদেশি ভাষাতেও গান রেকর্ড করেছেন তিনি।

সংগীত জীবনে মোট ৯২৫টিরও বেশি সিনেমায় গান গেয়েছেন। মনে করা হয়, তিনি ১২০০০ এরও অধিক গান গেয়েছেন। ভারত সরকার তাকে ২০০৮ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ২০১১ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাকে সর্বাধিক সংখ্যক গান রেকর্ডকারী হিসেবে ঘোষণা করেন।

খেলা ছেড়েই কোহলিদের ব্যাটিং কোচ হয়ে গেলেন দীনেশ কার্তিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত আইপিএলের এলিমিনেটরে হেরে আরসিবি মাঠ ছাড়ার সময়েই বোঝা যায়- ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন দীনেশ কার্তিক। এমনটা নয় যে নিতান্ত ব্যর্থ হয়েছেন বলে তার ক্যারিয়ার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছিল। বরং ২০২৪ আইপিএলেও ব্যাট হাতে নজর কাড়েন দীনেশ। আসলে এটাই সঠিক সময় বুঝে খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন কার্তিক।

সতীর্থদের গার্ড অফ অনারে মাঠ ছাড়ার সময় গ্লাভসজোড়া তুলে ধরে সমর্থকদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নেন দীনেশ কার্তিক। খেলা ছাড়লেও আইপিএল তাকে দূরে সরে যেতে দিল না। আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজিও ছাড়ল না দীনেশকে। নতুন মৌসুমে ফের কার্তিককে দলে ফেরানোর কথা ঘোষণা করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যদিও এবার নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরছেন দীনেশ কার্তিক

আইপিএলের নতুন মৌসুমের জন্য দীনেশ কার্তিককে ব্যাটিং কোচ তথা মেন্টর নিযুক্ত করল আরসিবি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়- ২০২৫ আইপিএলে নতুন অবতারে দেখা যাবে কার্তিককে। তিনি ছেলেদের দলের ব্যাটিং কোচ ও মেন্টরের ভূমিকা পালন করবেন। সুতরাং, এটা বলাই যায় যে, আইপিএল খেলা ছেড়েই বিরাট কোহলিদের ব্যাটিং কোচ হয়ে গেলেন দীনেশ।

আইপিএল ২০২৪-এ কার্তিকের পারফর্ম্যান্স

নিজের শেষ আইপিএলে ব্যাট হাতে অনবদ্য পারফর্ম্যান্স মেলে ধরেন কার্তিক। আইপিএল ২০২৪-এ দীনেশ কার্তিকের সার্বিক পারফর্ম্যান্স মন্দ ছিল না মোটেও। তিনি ১৫ ম্যাচের ১৩টি ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৩২৬ রান সংগ্রহ করেন। ২টি হাফ-সেঞ্চুরি করেন দীনেশ। সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস ৮৩ রানের। ১৮৭.৩৫ স্ট্রাইক-রেটে রান সংগ্রহ করেন কার্তিক। মারেন ২৭টি চার ও ২২টি ছক্কা।

আরসিবির জার্সিতে কার্তিকের সার্বিক আইপিএল পারফর্ম্যান্স

দীনেশ কার্তিক সার্বিকভাবে আরসিবির হয়ে ৬০টি ম্যাচে মাঠে নামেন। তিনি ৫৩টি ইনিংসে ব্যাট করে সাকুল্যে ৯৩৭ রান সংগ্রহ করেন। বিরাট কোহলির পরে আরসিবির হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ভারতীয় ক্রিকেটার তিনি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে কার্তিক হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন ৩টি। স্ট্রাইক-রেট ১৬২.৯৫।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে কার্তিকের সার্বিক পারফর্ম্যান্স

দীনেশ কার্তিক মোট ২৫৭টি আইপিএল ম্যাচে মাঠে নেমেছেন। ২৩৪টি ইনিংসে ব্যাট করে সাকুল্যে ৪৮৪২ রান সংগ্রহ করেছেন তিনি। হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন ২২টি। তিনি ক্যাচ ধরেছেন ১৪৫টি এবং স্টাম্প-আউট করেছেন ৩৭টি। ধোনির পরে আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা উইকেটকিপার হলেন কার্তিক।

মার্তিনেজকে 'বিশ্বসেরা গোলকিপার' তকমা দিলেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালেও আর্জেন্টিনাকে আবারও রক্ষা করলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ইকুয়েডরের বিপক্ষে টাইব্রেকারে গোল দিতে পারেননি লিওনেল মেসি। হতাশা ভিড় করেছিল আলবিসেলেস্তা শিবিরে। তখন রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন মার্তিনেজ। তার বুদ্ধিমত্তার জোরেই ইকুয়েডরকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা। টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে দেন 'নায়ক' মার্তিনেজ।

আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি শুধু মার্তিনেজের সতীর্থ নন। মেসিকে খুব ভালোবাসেন মার্তিনেজ। এবার বিপদের বন্ধু মার্তিনেজকে ভূয়সী প্রশংসায় ভাসালেন মেসি। মার্তিনেজকে তিনি দিয়েছেন বিশ্বের সেরা গোলকিপারের তকমা।

এক ইন্সটাগ্রাম পোস্টে মেসি লিখেছেন, 'আরও একটি ধাপ...কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমরা বেশ ভুগেছি। আমরা সেমিফাইনালে উঠেছি, সে জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের দলে আছে বিশ্বের সেরা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ভামোস আর্জেন্টিনা।'

ইকুয়েডরকে হারানোর পর সংবাদমাধ্যমও মার্তিনেজের প্রশংসা করেন মেসি। তিনি বলেছিলেন, 'জানতাম, এ ধরনের সময়ে দিবু (মার্তিনেজ) দাঁড়িয়ে যাবে। এ ধরনের মুহূর্তেই ওর পছন্দ, যেটা তাকে বড় করে তুলেছে। ও গোলবারের নিচে থাকলে অন্য রকম হয়ে ওঠে।'

অবসরের পর ইংল্যান্ডের 'মেন্টর' অ্যান্ডারসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টই হবে শেষ টেস্ট- এমনটা আগেই জানিয়ে রেখেছেন জেমস অ্যান্ডারসন। এরপরও অবশ্য ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে দেখা যাবে তাকে। তবে ভূমিকাটা ভিন্ন। সিরিজের বাকি দুই টেস্টে কাজ করবেন ফাস্ট বোলিং মেন্টর (পরামর্শক) হিসেবে।

অ্যান্ডারসনের নতুন ভূমিকার কথা সাংবাদিকদের জানান ইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি। তিনি বলেন, 'লর্ডস টেস্ট শেষে জিমি আমাদের দলের সঙ্গে থাকবে এবং মেন্টর হিসেবে কিছুটা সহায়তা করবে। ইংলিশ ক্রিকেটকে তার অনেক কিছু দেওয়ার আছে। আমরা তা হারাতে চাই না। আমরা যখন প্রস্তাব দিলাম, তখন সে আগ্রহী ছিল। সামনে তার অনেক সুযোগ থাকবে। যদি সে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে ইংলিশ ক্রিকেট খুবই ভাগ্যবান হবে।'

বর্তমানে নিজের কাউন্টি ক্লাব ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলছেন অ্যান্ডারসন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো কিছুই বলেননি তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পর ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলো খেলবেন কি না তা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা।

এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন জেমি স্মিথ ও ডিলন পেনিংটন। লর্ডসে অ্যান্ডারসনের বিদায়ী টেস্ট শুরু হবে আগামী ১০ জুলাই। এখন পর্যন্ত ১৮৭ টেস্ট খেলে ৭০০ উইকেট শিকার করেছেন ডানহাতি এই পেসার। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় তার সামনে রয়েছেন কেবল শেন ওয়ার্ন (৭০৮) ও মুত্তিয়া মুরালিধরন (৮০০)।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে জিম্বাবুয়ের উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটে সুখবর নেই বহুদিন ধরে। বিশ দলের সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করতে না পেরে দলটি। তলানি থেকে নেমেছিল আরও তলানিতে। ভারতের তরুণ তারকাদের ১৩ রানে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে শুভসূচনা করলো এবার জিম্বাবুয়ে। যে জয় তাদের ক্রিকেটমহলে দীর্ঘ খরার পর এক পশলা বৃষ্টির মতো যেন! শনিবার তাই উৎসবেই ছেয়ে গেছে হারারে স্পোর্টস ক্লাব।

টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবুয়ের প্রথম সাত ব্যাটারের পাঁচজন দুই অঙ্কের রানে পৌঁছেছেন, যদিও কেউই ইনিংসকে ৩০ রানের বড় করতে পারেননি। ৯ উইকেটে ১১৫ রানের পুঁজি গড়ে ফিল্ডিংয়ে নেমে এরপর তারা ভারতের অবস্থা আরও নাজেহালই করে দেন। প্রথম ছয় ভারতীয় ব্যাটারের মধ্যে একমাত্র শুবমান গিল ত্রিশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেন। সাতে নামা ওয়াশিংটন সুন্দরের আরেকটি ত্রিশোর্ধ্ব রানের ইনিংস তাদের নিয়ে যায় ১৯.৫ ওভারে ১০২ রান পর্যন্ত। জিম্বাবুয়ের প্রত্যেক বোলার পেয়েছেন উইকেটের দেখা। টেন্ডাই চাতারা ও সিকান্দার রাজা নিয়েছেন সর্বোচ্চ তিনটি করে উইকেট।

রান তাড়ায় প্রথম ওভারেই অভিষিক্ত অভিষেক শর্মা আউট হন শূন্য রানে। এদিন অভিষেক হওয়া আরও দুজনও ফিরে যান দ্রুতই। রিয়ান পরাগ ২ রান ও ধ্রুব জুরেল করতে পারেন ৬ রান। জুরেল যখন দলীয় ৪৩ রানে ফিরছেন সাজঘরে, ততক্ষণে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারত বিপদের মহাসাগরে। একে নামা রুতরাজ গায়কোয়াড় ৭ ও রিঙ্কু সিং বিদায় নেন রান ছাড়াই। টেন্ডাই চাতারা ও ব্লেসিং মুজারাবানির তোপে ২২ রানে চার উইকেট হারায় ভারত।

লক্ষ্য তাড়ায় ভারতের আশার ঘরে বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন গিল। কিন্তু অধিনায়ক গিল ২৯ বলে ৫ চারে ৩১ রানে ফিরে যান দলকে ৪৭ রানে রেখে। এরপর রবি বিশ্নোই ও আভেশ খান যথাক্রমে ৯ ও ১৬ রান করে ব্যবধান কমাতে রাখেন অবদান। সুন্দর একাই লড়াই চালিয়ে যান। তবে শেষ পর্যন্ত তার ২৭ রানের ইনিংস ভারতকে নিয়ে যেতে পারে ১০২ রান পর্যন্ত। এক বল বাকি থাকতে তিনি শেষ উইকেট হয়ে ফিরে যান একটি করে চার ও ছক্কায় গড়া ৩৪ বলের ইনিংস খেলে। ১৬ রানে ৩ উইকেট নেন চাতারা, সমান উইকেট পেতে রাজা খরচ করেন ২৫ রান।

এর আগে ভারত বোলিংয়ে দ্বিতীয় ওভারেই উইকেটের দেখা পেয়ে যায়। মুকেশ কুমারের বলে বোল্ড হয়ে ইনোসেন্ট কাইয়া ফিরে যান শূন্য রানে। জিম্বাবুয়ের ইনিংসের সবচেয়ে বড় ৩৪ রানের জুটি এরপর ভেঙে দেন রবি বিশ্নোই এসে। ব্রায়ান বেনেট ৫টি চারে ১৫ বলে ২২ রানে আউট হন। ওপেনিংয়ে নামা ওয়েসলি মাধেভেরেও তার ইনিংস ২১ রানের বড় করতে পারেননি। ২২ বলে তিনটি চার মেরে তিনি যখন ফিরছেন বিশ্নোইয়ের শিকার হয়ে, ৫১ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে।

এরপর অধিনায়ক সিকান্দার রাজার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাও বেশিক্ষণ টিকেনি। আভেশ খানকে বড় শট মারতে গিয়ে আউটফিল্ডে তিনি ধরা পড়েন ১৯ বলে ১৭ রানে। জিম্বাবুয়ের দুর্গতি বেড়ে যায় জোনাথন ক্যাম্পবেল এসে রান আউট হয়ে গেলে। ০ রানে তিনি ফেরার পর ডিয়ন মায়ার্স কিছুক্ষণ এগিয়ে নিয়ে যান দলকে। কিন্তু ২২ বলে ২টি চারে ২৩ রানে যখন ফিরেন এই ডানহাতি ব্যাটার, এরপরই উইকেটের মিছিল শুরু হয়ে যায়। ১ রানে আরও তিন উইকেট হারালে ৯০ রানে ৯ উইকেট পড়ে যায় জিম্বাবুয়ের। ১৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে বিশ্নোই তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং ফিগার গড়েন।

১৬তম ওভারে অলআউটের দ্বারপ্রান্তে চলে আসা জিম্বাবুয়েকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যান ক্লাইভ মাদান্দে। তার ২৫ বলে দুটি চারে গড়া ২৯ রানের ইনিংসে ভর করে ১১৫ রান পর্যন্ত যেতে পারে জিম্বাবুয়েনরা। যে সংগ্রহকেই বোলারদের নৈপুণ্যে যথেষ্ট প্রমাণ করে হারারেতে উৎসবে মেতেছে জিম্বাবুয়ে।

কেন বিশ্বকাপ জিতে পিচের মাটি মুখে দিয়েছিলেন, জানালেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোহিত শর্মাদের বিশ্বকাপের কাছে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বারেবার। দীর্ঘ ১৩ বছরের অপেক্ষার যখন অবসান হয় বার্বাডোজে, ভারতীয় দলকে আবেগ ছুঁয়েছিল তীব্রভাবে। পাঁচটি আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে হারের পর জয়ের মুখ দেখতে পায় ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের সেই ফাইনালের পর পিচের মাটিই মুখে দিতে দেখা যায় রোহিতকে। এমনটা করার কারণ এবার জানালেন ভারতের অধিনায়ক।

২৯ জুন বিশ্বকাপ জেতার পর ঘূর্ণিঝড় বেরিলে বার্বোডোজেই তিন দিন আটকে পড়েছিল ভারত দল। এরপর বৃহস্পতিবার দেশে ফিরে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। সেখানে রোহিতকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই প্রশ্ন করেন মাটি খাওয়ার ব্যাপারে। তখন দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা রোহিত বলেন, 'যেখানে আমরা জয় পেয়েছি, ওখানের শুধু এক মুহূর্ত আমি সবসময় স্মৃতিতে রাখতে চেয়েছিলাম এবং স্বাদ নিতে চেয়েছিলাম। কারণ ওই পিচে আমরা খেলে, ওই পিচে আমরা জিতে পেয়েছি বিশ্বকাপ।'

'আমরা সবাই এই জিনিসের জন্য অনেক অপেক্ষা করেছি, অনেক পরিশ্রম করেছি। অনেকবার আমাদের একেবারে কাছাকাছি এসেছে বিশ্বকাপ, কিন্তু আমরা এরপরের পথ পাড়ি দিতে পারিনি। কিন্তু এইবার সবার কারণে এই জিনিস হাসিল করতে পেরেছি। তো ওই পিচ আমার জন্য অনেকৃপা আমরা করেছি, ওই পিচেই করেছি, এজন্য। ওই মুহূর্তে (আসলে) এটা হয়ে গেছে আমার থেকে।', যোগ করেন রোহিত।

২০০৭ সালে খেলোয়াড় হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিলেন রোহিত। ১৭ বছর পর আরেকটি কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ জিতেছেন টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এই ব্যাটার। সেটিও অনেক বেদনার অধ্যায়ের সাক্ষী হওয়ার পর। তার অধিনায়কত্বে ২০২৩ সালে ওয়ানডে ও টেস্টের বৈশ্বিক আসরে ফাইনালে হেরেছিল ভারত। এর আগে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বিদায় নিয়েছিল ভারত।

খেলোয়াড় হিসেবে ২০১৪ সালের কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয়েছিলেন। এরপর একই সংস্করণের ২০১৬ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালেই থেমে গিয়েছিল তাদের যাত্রা। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল হারের যন্ত্রণাও আছে। আছে ২০২১ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হার। যদিও খেলোয়াড় হিসেবে ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্বাদও পেয়েছিলেন রোহিত।

ভারতের আপৎকালীন কোচ লক্ষণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ বিশ্বকাপের পর ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়েছেন- এমনটা আগেই আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু এখনও নতুন কোচ নিয়োগ দেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। এ অবস্থায় টিম ইন্ডিয়ার আপৎকালীন দায়িত্ব পাচ্ছেন ভারতের সাবেক ব্যাটার ভিভিএস লক্ষণ। তবে তিনি দায়িত্ব সামলাবেন শুধু জিম্বাবুয়ে সফরে।

এ মাসের শেষদিকে অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা সিরিজ শুরুর আগেই তার জায়গায় স্থায়ী কোচ নিয়োগ দেওয়া হবে। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত বিশ্বকাপ জেতার পর ক্যারিবিয়ানে দলের সঙ্গেই আছেন জয় শাহ। সেখানেই কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিককের সঙ্গে আলাপকালে তিনি কোচ নিয়োগ নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটি এরইমধ্যে কোচ নিয়োগ করতে দুইজনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেছে। শিগগিরই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদের একজনকে বেছে নেওয়া হবে।

২০২১ সালে রবি শাস্ত্রীর কাছ থেকে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব বুঝে নেন রাহুল। এর আগে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পরিচালক ছিলেন তিনি। তার অধীনে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ভারত। ওই টুর্নামেন্ট শেষেই দায়িত্ব ছাড়ার কথা ছিল তার। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এরপর তো ইতিহাসেই নাম লিখিয়ে ফেলেছেন তিনি। তার অধীনে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার স্বাদ পেয়েছে ভারত।

জিম্বাবুয়েতে আগামী ৬ জুলাই থেকে ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলবে টিম ইন্ডিয়া। এই সফরে দায়িত্ব সামলাবেন লক্ষণ। এরপর ২৭ জুলাই শ্রীলঙ্কা সফরে যাবে ভারতীয় দল। যেখানে তারা ৩টি টি-টোয়েন্টি ও ৩টি ওয়ানডে খেলবে। জয় শাহর বক্তব্য অনুযায়ী, এই সফরের আগেই নতুন কোচ পেয়ে যাবে ভারত।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR